৭ম অধ্যায়ঃ আ'যীমাত ও রুখসাত

প্রারম্ভিক কথাঃ বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মানতে গিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়তে হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে কোনো কোনো সময় দ্বীনি বিধান পালন করা কঠিন হয়ে যায়। ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। তাই এমন অবস্থার কথা বিবেচনা করে ইসলামী বিধান পালনের জন্য দুটি পথ খোলা রেখেছে ইসলামী শারীয়া'হ। অর্থাৎ ইসলামী বিধান পালনের পদ্ধতি দুইটিঃ আ'যীমাত ও রুখসাত। এবার আসুন! আ'যীমাত ও রুখসাত সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

আ'যীমাত ও রুখসাত পরিচিতিঃ আ'যীমাত অর্থ দৃঢ় থাকা, অবিচল থাকা। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকার নাম আ'যীমাত। আর রুখসাত অর্থ অনুমোদন, সুযোগ। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়ে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ গ্রহন করার নাম রুখসাত।

বিধানঃ ইসলামী বিধানে আ'যীমাত ও রুখসাত দুই পদ্ধতি-ই অনুমোদিত। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান বা ইসলামী বিধানের উপর দৃঢ় ভাবে অবিচল থাকা মোটে-ই নির্বুদ্ধিতা বা নিন্দনীয় নয়। বরং এটা ইসলামের আ'যীমাত পদ্ধতি। আ'যীমাতের উপর অবিচল থাকলে প্রতিদান পাওয়া যায়। এ পথে কষ্ট সহ্য করলে মহান আল্লাহ উপযুক্ত বিনিময় দেন বরং আরো বাড়িয়ে দেন। এ অবস্থায় মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায়। শহীদকে ৫টি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। পক্ষান্তরে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে (অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে) শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিলেও পাপ হয় না বা ঈমানের ক্ষতি হয় না। এটা হল ইসলামী বিধানের রুখসাত পদ্ধতি। রুখসাত পদ্ধতিও ইসলামে অনুমোদিত এবং এর মান মর্যাদাও কম নয়।

উপমাঃ আ'যীমাত ও রুখসাতের নমুনা সাহাবাদের থেকেই পাওয়া যায়। আ'যীমাতের জ্বলন্ত নমুনা খুবাইব রাঃ।

পরিচিতিঃ তিনি হলেন খুবাইব বিন আ'দী বিন মালিক বিন আ'মির আল-আ'উসী আল-আনসারী রাঃ। তিনি স্থির স্বভাবের, দৃঢ় মনা, খ্যাতনামা বীর ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুশমনের আতঙ্ক। তিনি প্রথম দিকে-ই মুসলমান হয়েছিলেন এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করেছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি মক্কার নেতা হারিছ বিন আ'মির বিন নুফাইলকে হত্যা করেছিলেন। এজন্য মক্কার নেতারা ব্যক্তিগত ভাবে তার দুশমন হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিশোধের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বর্ণিত আছে..

৪র্থ হিজরির সফর মাসে আরবের দুটি গোত্র মদিনায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদেরকে ইসলামী বিধান ও ক্বুরআন শিক্ষা দেবার জন্য কিছু শিক্ষক পাঠানোর অনুরোধ করল। রাসূল সাঃ ১০সদস্যের একটি দল পাঠালেন। যাদের নেতা ছিলেন আ'স্বিম বিন ছাবিত আল-আনসারী রাঃ। খুবাইব রা.ও এ দলে শামিল ছিলেন। হুযাইলের এলাকা অতিক্রমকালে বনু-লিহয়ানের প্রায় দুইশত তিরান্দাজ তাদের গতিরোধ করে এবং আত্মসমর্পণর আহবান জানায় আর ওয়াদা করে; আত্মসমর্পণ করলে কাউকে হত্যা করা হবে না।

মুসলিম দলনেতা আ'স্বিম বিন ছাবিত বললেনঃ কোনো কাফিরের কথায় আস্বস্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে আমি রাজি নই। তাই তিনি তীর চালিয়ে লড়াই শুরু করে দিলেন এবং তিনিসহ সাতজন সাহাবী লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। বাকি তিনজন কাফিরদের কথা বিশ্বাস করে হাতিয়ার ছেড়ে দিলেন। খুবাইব রাঃ ছিলেন ওই তিনজনের একজন। একটু পর তাদের বেঁধে ফেলা হয়। এক সাহাবী বললেনঃ এটা হল প্রতারণার প্রথম ধাপ। তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। ফলে বেইমানরা তাকে মেরে ফেলল এবং খুবাইব রাঃ ও তার সঙ্গীকে মক্কা এনে বিক্রি করা হল। হারিছ বিন আ'মির পরিবার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে খুবাইবকে কিনে নিল।
হারিছের এক মেয়ে বলেনঃ খুবাইব যখন বন্দি। একদা আমার এক ছেলে চাকু নিয়ে খুবাইবের কাছে চলে গেল। হঠাৎ দেখি খুবাইবের হাতে চাকু। আমার ছেলে তার পায়ের উপর বসা। আমি আঁতকে উঠলাম। খুবাইব বললঃ ভাবছ আমি তোমার ছেলেকে হত্যা করব? না! আমি এমন করব না। হারিছের মেয়ে বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা খুবাইবের মত ভাল বন্দি আর দেখিনি।
মক্কার হারামের বাইরে তানঈ'ম নামক স্থানে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে খুবাইব রাঃকে নিয়ে আসা হল। তিনি দুই রাকায়াত নামাযের সুযোগ চাইলেন। মুশরিক নেতারা সুযোগ দিল। খুবাইব রাঃ দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং বললেনঃ মন চাইছিল নামাযটা আরো দীর্ঘ করি কিন্তু করিনি। কারণ তোমরা ভাববেঃ নামাযকে বাহানা বানিয়ে মরণের ভয়ে কালক্ষেপণ করছি।
খুবাইব রাঃ তখন ফাঁসির মঞ্চে। কাফিররা বললঃ খুবাইব! তোমার জায়গায় মুহাম্মাদ হলে আজ কেমন হত? (তুমি শুধু নীতিগত ভাবে রাজি হয়ে যাও) হয়ত তোমাকে ছেড়ে দেব। খুবাইব বললেনঃ আমি বেঁচে যাব আর মুহাম্মাদ সাঃর গায়ে কাঁটা ফুটবে তাও আমি মেনে নেব না।
আবু-সুফিয়ান বললঃ মুহাম্মাদের প্রতি তার সঙ্গীদের ভালবাসা নজিরবিহীন। তারা খুবাইব রাঃকে ফাঁসি দিল। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (ঘটনাটি বুখারী সহ অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে)

খুবাইব রাঃর এ কাজটি ছিল আ'যীমাত। আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে তিনি জীবন দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ রাহিঃও আ'যীমাতের উপর আমল করেছেন। আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে-ই তিনি মার খেয়েছেন, জেলে গিয়েছেন, সহ্য করেছেন অমানবিক অত্যাচার। যুগে যুগে আরো কত উলামা ও মুসলিমগণ আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন, জীবন দিয়েছেন, শাহাদাতের মর্যাদায় ধন্য হয়েছেন।

রুখসাতের নমুনাঃ রুখাসাতের জ্বলন্ত নমুনা আ'ম্মার বিন ইয়াসার রাঃ।

পরিচিতিঃ আম্মার বিন ইয়াসার রাঃর মা সুমাইয়্যাহ ছিলেন দাসী। বাপ ইয়াসার মক্কার স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন না। ইয়াসার মক্কায় বনী-মাখজুমের আশ্রয়ে থেকে তাদের দাসী সুমাইয়্যাহকে বিয়ে করেছিলেন। ইয়াসার পরিবার শুরুতে-ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এজন্য তাদেরকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। শুধু ইসলামের কারণে সুমাইয়্যাহকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং নির্মমভাবে হত্যা

করা হয়েছে। সুমাইয়্যাহ রাঃ ইসলামের প্রথম শহীদ। সুমাইয়্যাহর পর তার স্বামী ইয়াসারকেও অমানবিক অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুজন-ই আ'যীমতের উপর অবিচল থেকে শহীদ হয়েছেন।

আ'ম্মারের উপরও অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হয়েছে। এক পর্যায়ে আত্মরক্ষার্থে বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়েছেন আ'ম্মার রা.। ফলে কাফিররা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আ'ম্মার বিষয়টি নিয়ে খুব ভাবনায় ছিলেন। একদা এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অসহ্য হয়ে তাদের কথা মেনে নিয়েছিলাম। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমার অন্তর কি ঈমানের উপর অবিচল ছিল না? তিনি বললেনঃ অবশ্য-ই, আমার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ তবে কিছু-ই হবে না। তারা বারবার করলেও কিছু হবে না। ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে উল্লেখিত আয়াতটি নাযিল হয়েছেঃ
আম্মার রাঃর এ কাজটি ছিল রুখসাত। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি রুখসাতের উপর আমল করেছিলেন। এমন করা দোষের কিছু নয়।

বিঃ দ্রঃ = আক্বাইদের পরিভাষায় যা "আ'যীমাত ও রুখসাত", ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "ইকরাহ"। ইকরাহ অর্থ বাধ্য করা, জবরদস্তী করা, হুমকি দেয়া। হানাফী ফিক্বহের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব "মুখতাসার আল-ক্বুদূরী" যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের মাদরাসাহ সমূহে পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানো হয়। ওই কিতাবের "ইকরাহ" অধ্যায় থেকে কিছু বিধান নিম্নে পেশ করা হলঃ

- হুমকি দাতা সরকার হোক বা সন্ত্রাসী, তার যদি এ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকে তবে শারীয়া'হ আইনে একে "ইকরাহ" হিসেবে গণ্য করা হবে।
- কাউকে যদি কুফর করতে বা নবীকে গালি দিতে বাধ্য করা হয়। নতুবা প্রহার বা জেলের হুমকি দেয়া হয় তবে এটা ইকরাহ হিসেবে গণ্য হবে না। (অর্থাৎ জেল বা প্রহারের ভয়ে কুফর করা বৈধ হবে না। শুধু হত্যা বা অঙ্গ হানীর হুমকী থাকলে আত্ম রক্ষার জন্য বাহ্যত তাদের কথা মেনে নেয়া যাবে)
- কুফর না করলে বা নবীকে গালি না দিলে যদি হত্যা বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয়, তবে এটা "ইকরাহ" হিসেবে গণ্য হবে এবং এ হুমকি আমলে নিয়ে অন্তরে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে শুধু মুখে হুমকিদাতার কথা মেনে নেওয়া যাবে।
- আর হুমকিদাতার কথা না মেনে (আ'যীমাতের উপর) মারা গেলে বা অত্যাচারিত হলে আল্লাহর কাছে ছাওয়াব পাওয়া যাবে।
- কাউকে যদি হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং এটা না করলে জেল বা প্রহারের হুমকি দেয়া হয় তবে (জেল বা প্রহারের ভয়ে) এমন কাজ করা বৈধ হবে না।
- হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণ না করলে যদি মেরে ফেলার বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয় তবে এটা মেনে নিতে হবে। অন্যথায় (হুমকিদাতার কথা না মেনে ক্ষতিগ্রস্থ হলে) পাপ হবে। (মানে তখন আত্মরক্ষা ফরজ হয়ে যাবে)
- সরকার (পুলিশ, আর্মি, আদালত বা ক্ষমতাধর অন্য কেউ) যদি কাউকে যিনা করতে বাধ্য করে তবে তাকে সাজা দেয়া হবে না। আর সরকার ছাড়া অন্য কেউ যিনা করতে বাধ্য করলে ইমাম আবু-হানীফার মতে সাজা দেয়া হবে। তবে ইমাম আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিঃর মতে সাজা দেয়া হবে না। (সে নিরপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। হানাফী মাযহাবের ফতোয়া আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রা.র অভিমতের উপর।)
- কাউকে বাধ্য করে মুরাতাদ বানালে তার স্ত্রীর সাথে বিয়ে ভঙ্গ হবে না। (অর্থাৎ তার উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হবে না)
- অন্য মানুষকে হত্যা করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে (জীবন গেলেও) এটা মানা (হত্যা করা) যাবে না। আর করে ফেললে পাপী হিসেবে গণ্য হবে। তবে এর সাজা ভোগ করবে বাধ্যকারী। (হত্যাকারী নয়।)
- বিবাহ বা তালাকের জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে এবং বাধ্য হয়ে বা ভয়ে কাজটি করে ফেললে এটা কার্যকর হয়ে যাবে।
- কাউকে কিছু বিক্রি করতে বা খরিদ করতে বাধ্য করা হলে (এ ক্রয়-বিক্রয় বলবৎ রাখা বা না রাখার ব্যাপারে) তার এখতিয়ার থাকবে। (উল্লেখিত সকল বিধান-ই ক্বুদুরী থেকে নেয়া। তবে ধারা বর্ণনায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে)